ইছালে সাওয়াবের বরকত সমূহ

13-Apr-2017

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

For Islamic Brothers

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه বলেন: হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه এর বরকতময় খিদমতে উপস্থিত হয়ে এক মহিলা আরয করলো: "আমার যুবতী মেয়ে মারা গেছে, এমন কোন পদ্ধতি সম্পর্কে বলুন যে, আমি তাকে স্বপ্নে দেখতে পাব।" তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه তাকে একটি আমল বলে দিলেন। সে তার মরহুমা কন্যাটিকে এমন অবস্থায় দেখলো যে, তার শরীরে আলকাতরার পোষাক, গলায় শিকল আর পায়ে লোহার বেড়ি! সে হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه কে স্বপ্নের কথা বললো, শুনে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه খুবই চিন্তিত হলেন, কিছুদিন পর হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه একটি মেয়েকে স্বপ্নে দেখলেন, যে জান্নাতে এবং মাথায় মুকুট পরিধান করা অবস্থায় ছিলো। মেয়েটি বললো: "হে হাসান! আপনি কি আমাকে চিনতে পেরেছেন? আমি সেই মহিলাটির কন্যা, যিনি আপনাকে আমার অবস্থার কথা বলেছিলেন।" তিনি বললেন: "কোন কারণে তোমার অবস্থার এ পরিবর্তন, যা আমি দেখতে পাচ্ছি?" মরহুমা বললো: "কবরস্থানের পাশ দিয়ে এক ব্যক্তি যাচ্ছিলো আর সে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ প্রেরণ করলো, তার সেই দরূদ শরীফ পাঠের বরকতে **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদের পাচঁশত পঞ্চাশ (৫৫০) কবরবাসীদের থেকে আযাব উঠিয়ে নিয়েছেন।"

(মুকাশাফাতুল কুলুব, আল বাবুস সাবেয়ে, ২৪ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

www.dawateislami.net

লাজ রাখ লে গুনাহগারোঁ কি নাম রহমান হে তে ইয়া রব!
বে সবব বখশ দেয় না পুছ আমল নাম গাফ্ফার হে তেরা ইয়া রব!

(যওকে নাত, ৪৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছে: “نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ” মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং-৫৯৪২)

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম আমলের সাওয়াব পাওয়া যায় না।
(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

✱ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✱ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✱ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ✱ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ✱ تُوْبُوْا اِلَى الله!, اُذْكُرُوا الله!, صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✱ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দরূদ শরীফের ফযিলত সম্পর্কে যে ঘটনাটি আমরা শুনলাম, এতে ইছালে সাওয়াবের গুরুত্ব প্রকাশ পায় যে, একটি মেয়ে খুবই ভয়ঙ্করভাবে আযাবে লিপ্ত ছিলো, কিন্তু যখন **আল্লাহ্ তাআলার** এক বান্দা গমনকালে **হুযূরে আকরাম, নূরে মুজাস্সম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্তার প্রতি দরূদে

www.dawateislami.net

পাকের পুষ্পধারা উৎসর্গ করেন এবং এর সাওয়াব কবরবাসীদের প্রেরণ করলেন, তখন না শুধু সেই মেয়েই আযাব থেকে মুক্তি পেয়ে গেলো বরং অসংখ্য মৃতেরও আযাব থেকে মুক্তি নসীব হলো। একটু ভাবুন তো! আমাদের **রব (আল্লাহ্) তাআলা** কিরূপ দয়ালূ যে, তিনি শুধুমাত্র একবার দরূদ শরীফের বরকতে অসংখ্য মৃতের বিপদ লাগব করে দিলেন, তবে যে মুসলমান অধিকহারে দরূদে পাক পাঠ করে এবং নেকীর সাওয়াব মরহুম মুসলমানদেরকে প্রেরণ করায় অব্যস্থ হবে তবে **আল্লাহ্ তাআলা** ইছালে সাওয়াবকারী এবং যাকে সাওয়াব প্রেরণ করা হলো সবার উপর কিরূপ নেয়ামতের বর্ষণ করবেন। সুতরাং আমাদেরও উচিৎ যে, ইছালে সাওয়াবের বিষয়ে অলসতা করার পরিবর্তে বিভিন্ন সময়ে আপন মরহুমদেরকে দরূদে পাক এবং নেকীর দ্বারা অর্জিত হওয়া সাওয়াব প্রেরণ করতে থাকা। তাদের জন্য বিনা হিসেবে ক্ষমার দোয়া করতে থাকা। কেননা, এটি এমন এক জায়িয আমল, যার বরকতে মরহুম মুসলমানদের পাশাপাশি জীবিতদেরও উপকার অর্জিত হয়, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: ইছালে সাওয়াব অর্থাৎ কোরআনে মজীদ বা দরূদ শরীফ বা কলেমা তেয়্যবা বা যেকোন নেক কাজের সাওয়ার অপরকে পৌঁছানো জায়িয। আর্থিক বা শারীরিক ইবাদত (আর্থিক ইবাদত হলো সদকা, দান-অনুদান আর শারীরিক ইবাদত হলো নামায, রোযা ইত্যাদি), ফরয ও নফল সবকিছূর সাওয়াব অপরকে পৌঁছানো যাবে। কেননা, জীবিতদের ইছালে সাওয়াব দ্বারা মৃতরা উপকৃত হয়। (বাহারে শরীয়াত, ৩/৬৪২) মনে রাখবেন! মরহুমদের জন্য বিনা হিসেবে ক্ষমা ও রহমতের দোয়া করাও ইছালে সাওয়াবেরই একটি প্রকার, সুতরাং হযরত আল্লামা জাফরুদ্দীন বাহারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: ইছালে সাওয়াব চারটি পদ্ধতি রয়েছে: (১) বিনা হিসেবে ক্ষমার দোয়া (২) রহমত লাভের দোয়া (৩) জানাযার নামায এবং (৪) করবের পাশে দাঁড়ানো ও দোয়া করা।

(দওরে সাহাবা মে ইছালে সাওয়াব কি মুখতলিফ সুরতেঁ, ৪৫ পৃষ্ঠা)

কোরআনে করীমে ইছালে সাওয়াবের পদ্ধতি অর্থাৎ মু'মিনের জন্য বিনা হিসেবে ক্ষমার দোয়া করার প্রমাণ প্রকাশ্যভাবে বিদ্যমান, যেমনটি পারা ২৮, সূরা হাশর এর ১০ নং আয়াতে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

وَ الَّذِیۡنَ جَآءُوۡ مِنۡۢ بَعۡدِهِمۡ یَقُوۡلُوۡنَ رَبَّنَا اغۡفِرۡ لَنَا وَ لِاِخۡوَانِنَا الَّذِیۡنَ سَبَقُوۡنَا بِالۡاِیۡمَانِ

(পারাঃ ২৮, সুরাঃ হাশর, আয়াতঃ ১০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আর যারা তাদের পরবর্তীতে এসে আরজ করে, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের মাফ করে দাও, আর আমাদের সেসব ভাইদের মাফ করে দাও যারা আমাদের পূর্বে বিদায় হয়ে গেছে।

প্রসিদ্ধ মুফাসসীরে কোরআন মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ বলেনঃ এখান থেকে দু'টি মাসআলা জানা গেলো, প্রথমটি হলো, শুধু নিজের জন্য দোয়া করো না, বড়দের জন্যও করো, এবং অপরটি হলো যে, বুযুর্গানে দ্বীন বিশেষ করে সাহাবায়ে কিরাম ও আহলে বাইতদের ওরশ, খতমে কোরআন, খাবার ফাতিহা ইত্যাদি এসব উচ্চতম বিষয় যে, এতে সেই বুযুর্গদের জন্য দোয়া রয়েছে।

(তাফসীরে নরুল ইরফান, ২৮/৮৭৩)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়ায় থাকে, তবে তার আশে পাশে তার পিতামাতা, ভাইবোন, স্বামী স্ত্রী এবং বন্ধু বান্ধব ইত্যাদি বিদ্যমান থাকে যে, যারা তার সকল দুঃখ কষ্টে সঙ্গ দেয় এবং তার কষ্ট লাগব করার চেষ্টা করে থাকে, অসুস্থ হলে শশ্রুষাও করে, কিন্তু যখন এই মানুষই সংকীর্ণ ও অন্ধকার কবরে পৌঁছে তবে সেখানে না তার পিতা-মাতা, না ভাইবোন, না পরিবার পরিজন এবং না বন্ধু বান্ধব তার সাথে থাকে বরং সে কবরে একাই থাকে। কবরে যাওয়ার পর তার উপর যা অতিবাহিত হয়, তার অবস্থা তো সে নিজেই ভালো জানে।

হাদীসে পাকে কবরের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে **মক্কী মাদানী সুলতান, হুযুর পুরনুর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেনঃ اَلْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ اَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ অর্থাৎ নিশ্চয় কবর জান্নাতের বাগানসমূহের মধ্যে একটি বাগান বা জাহান্নামের গর্তসমূহের মধ্যে একটি গর্ত। (তিরমিযী, হাদীস নং-২৪৬৮, ৪/২০৮) এখন যে কবরে বিদ্যমান আমরা তার সম্পর্কে জানি না যে, কবর তার জন্য জান্নাতের বাগান হলো নাকি مَعَاذَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ জাহান্নামের গর্ত হলো। কিন্তু আমাদের একজন মুসলমানের প্রতি কল্যাণ কামনার চেতনা রেখে তার জন্য ইছালে সাওয়াবের অভ্যাস গড়া উচিৎ। উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهَا থেকে বর্ণিত; **রাসূলূল্লাহ্** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আদেশ দিলেনঃ শিং ওয়ালা ছাগল আনা হোক, যা কালোতে চলে,

www.dawateislami.net

কালোতে বসে এবং কালোতে দেখে (অর্থাৎ পা কালো হবে এবং পেট কালো হবে আর চোখ কালো হবে) তা কোরবানীর জন্য উপস্থিত করা হলো, তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "আয়েশা! ছুরি নিয়ে এসো এবং তা পাথরে ধাঁর করো, অতঃপর **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ছুরি নিলেন এবং ছাগলটিকে মাটিতে শোয়াইয়ে জবেহ করে দিলেন। অতঃপর ইরশাদ করলেন: **ইয়া আল্লাহ্**! তুমি এটিকে **মুহাম্মদ** (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এবং তাঁর পরিবার ও উম্মতদের পক্ষ থেকে কবুল করো।

(মুসলিম, কিতাবুল আদহি, ইস্তিহবাবি ইস্তিহসানিদ দাহিয়া..., হাদীস নং-১৯-(১৯৬৭), ৮৩৭ পৃষ্ঠা)

প্রসিদ্ধ মুফাসসীরে কোরআন, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ব্যাখ্যায় বলেন: অর্থাৎ কুরবানীর সাওয়াবে তাঁকেও অংশীদার বানিয়ে দাও। এতে জানা গেলো, নিজের ফরয ও ওয়াজিবের সাওয়াব অপরকেও প্রেরণ করা যায়, এতে কমবে না। এই হাদীস শরীফ দ্বারা খাবার সামনে রেখে ইছালে সাওয়াব করার মজবুত দলীল রয়েছে যে, ছাগল সামনে ছিলো এবং **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাওয়াব নিজের পরিবার এবং উম্মতদের প্রেরণ করলেন।

(মিরাতুল মানাজিহ, ২/৩৬৮)

হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদাতুনা খাদিজা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا কে অধিকহারে স্মরন করতেন এবং অনেক সময় ছাগল জবাই করে এর মাংস টুকরো করতেন এবং উম্মুল মুমিনিন হযরত খাদিজা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর বান্ধবীদের ঘরে প্রেরণ করতেন। (বুখারী, হাদীস নং-৩৮১৮, ২/৫৬৫)

মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: অধিকাংশ সময় **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত খাদিজা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর পক্ষ থেকে ছাগল কুরবানী করতেন এবং তাঁকে সাওয়াব প্রেরণ করার জন্য মাংস তাঁর বান্ধবীদের মাঝে বণ্টন করে দিতেন। এই হাদীস শরীফ থেকে কতিপয় মাসআলা জানা যায়: (১) মৃতের পক্ষ থেকে কুরবানী করা জায়িয। (২) মৃতকে দান ও সদকার সাওয়াব প্রেরণ করা সুন্নাত। (৩) মৃতের নামে খাবার তার প্রিয় বন্ধু বান্ধবদের দেয়া উত্তম, এতে মৃতের দ্বিগুন আনন্দ অনুভূত হয়, একটি সাওয়াব পৌঁছার অপরটি তার বন্ধু বান্ধবদের সাহায্য করার। (মিরাতুল মানাজিহ, ৮/২৯৬)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, জীবিতরা মৃতদের বরং যারা এখনো জন্মই নেয়নি তাদের জন্যও ইছালে সাওয়াব করা শুধু জায়িয নয় বরং সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত। মনে রাখবেন! ইছালে সাওয়াবের এই ধারাবাহিকতা শুধু **হুযুর রহমতে আলম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্তা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয় বরং **তাঁর** সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان এর জীবনাচারের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই এই বাস্তবতা প্রকাশ হয়ে যাবে যে, এই ব্যক্তিত্বরাও তাঁদের মরহুমদেরকে ইছালে সাওয়াব করার বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। যেমনিভাবে-

হযরত আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيۡه উদ্ধৃত করেন; সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان সাত দিন পর্যন্ত মৃতের পক্ষ থেকে খাবার খাওয়াতেন।

(আল হাভী লিল ফাতোয়া, ২/২২৩)

হযরত সায়্যিদুনা সা'আদ বিন উবাদা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنۡهُ এর সম্মানিতা মাতার ইন্তিকাল হলে তিনি রিসালতের দরবারে (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) উপস্থিত হয়ে আরয করলেন: ইয়া **রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার সম্মানিতা মাতা আমার অনুপস্থিতিতে ইন্তিকাল হয়ে গেছেন, যদি আমি তাঁর পক্ষ থেকে কিছু সদকা করি তবে কি তা তাঁর কোন উপকারে আসবে? ইরশাদ করলেন: হ্যাঁ, আরয করা হলো: তবে আমি আপনাকে সাক্ষী বানিয়ে বলছি যে, আমার বাগান তাঁর পক্ষ থেকে সদকা করে দিলাম। (বুখারী, ২/২৪১, হাদীস নং-২৭৬২) অপর এক বর্ণনায় রয়েছে: হযরত সাআদ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنۡهُ রিসালতের দরবারে আরয করলো: ইয়া **রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার সম্মানিতা মা ইন্তিকাল করেছে, তবে কোন সদকাটি তাঁর জন্য উত্তম হবে? ইরশাদ করলেন: পানি, তখন তিনি একটি কূপ খনন করলেন এবং বললেন: هٰذِهٖ لِاُمِّ سَعۡدٍ এই কূপটি সা'আদ এর মায়ের (ইছালে সাওয়াবের) জন্য।

(সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুয যাকাত, বাবু ফি ফযলে সাকীয়্যিল মা, হাদীস নং-১৬৮১, ২/১৮০)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানতে পারলাম, ইছালে সাওয়াবের জন্য ভোজের আয়োজন করা, নানা ধরনের খাবার তৈরী করা এবং খুবই ধুমধামের সহিত মানুষদের দাওয়াত দেয়া জরুরী নয় বরং যা খাবার আমরা রোজ খাই এতেই ফাতিহা ইত্যাদি দিয়ে আপন মরহুমদের ইছালে সাওয়াব করা যায়, এমনকি পানির মাধ্যমেও মরহুদের ইছালে সাওয়াব করা যাবে আর পানি তো মহান এক সদকায়ে জারিয়া। যেমনিভাবে-

www.dawateislami.net

হুযুর নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কোন সদকা পানি থেকে বেশী প্রতিদান স্বরূপ নয়।

(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফিয যাকাত, ফসলুন ফি আতআমাত তাআমা ওয়াসকীল মা', হাদীস নং-৩৩৭৮, ৩/২২১)

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: (মৃতের) পক্ষ থেকে পানি দান করো। কেননা, পানি দ্বারা দ্বীনি ও দুনিয়াবী উপকার অর্জিত হয়, বিশেষকরে সেই সকল গরম ও শুষ্ক এলাকায় যেখানে পানির সল্পতা রয়েছে, অনেকে পানির ফোয়ারা লাগায়, সাধারন মুসলমানেরা খতমে কোরআন ও ফাতিহা ইত্যাদিতে অন্যান্য জিনিষের সাথে পানিও রেখে দেয়, এই সবকিছুর উৎস হলো এই হাদীস শরীফ। কেননা, এর থেকে জানতে পারলাম যে, পানির সদকা উত্তম। (মিরাতুল মানাজিহ, ৩/১০৪-১০৫)

শায়খে তারিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর লিখিত রিসালা **"ফাতিহা ও ইছালে সাওয়াবের পদ্ধতি"** এর ১৫ পৃষ্ঠায় বলেন: হযরত সায়্যিদুনা সা'আদ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ কর্তৃক **'এই কূপটি সা'আদের মায়ের জন্য'** উক্তিটির অর্থ হচ্ছে **'এই কূপটি সা'আদের মায়ের ইছালে সাওয়াবের জন্য'**। এটার মাধ্যমে বুঝা গেল যে, মুসলমানদের গরু বা ছাগল ইত্যাদিকে বুযুর্গদের নামের সাথে সম্বোধিত করাতে কোন বাঁধা নেই। যেমন; কেউ বলল: 'এটি সায়্যিদুনা গাউছে পাক رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ছাগল'। কেননা, এই কথা বলার মাধ্যমে বক্তার উদ্দেশ্যই হচ্ছে এই ছাগলটি সায়্যিদুনা গাউছে পাক رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ইছালে সাওয়াবের জন্য। স্বয়ং কুরবানীর পশুকেও তো মানুষ একে অন্যের দিকে সম্বোধিত করে থাকে। যেমন; কেউ কুরবানীর পশু নিয়ে যাচ্ছে। এমন সময় কোন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল: ছাগলটি কার? তখন সে তো এভাবেই বলে: 'এ ছাগল আমার'। অথবা বলে 'আমার মামার'। এ ধরণের উক্তিকারীর বিরুদ্ধে যদি কোন আপত্তি না থাকে, তবে তো 'গাউছে পাকের ছাগল' বলাতেও কোন রূপ আপত্তি থাকার কথা নয়। প্রকৃত অর্থে প্রত্যেক কিছুর মূল মালিক একমাত্র **আল্লাহ্ তাআলাই**। আর কুরবানীর ছাগল হোক কিংবা গাউছে পাকেরই হোক, জবাই করার সময় একমাত্র **আল্লাহ্ তাআলার** নামই উচ্চারণ করা হয়ে থাকে। **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদের সকলকে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা করুক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং **তাঁর** প্রাণ উৎসর্গকারী সাহাবায়ে কিরামদের আমল দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, মৃত মুসলমাদের ইছালে সাওয়াব করা, তাদের পক্ষ থেকে কুরবানী করা এবং খাবার ইত্যাদি খাওয়ানো একেবারে জায়িয বরং উত্তম এবং পবিত্র পদ্ধতি। আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: মৃত মুসলমানের নামে ভোজের আয়োজন করে ইছালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে দান করা নিঃসন্দেহে জায়িয ও পছন্দনীয় এবং এতে ফাতিহা দ্বারা ইছালে সাওয়াব করা আরো পছন্দনীয় আমল আর দু'টি বিষয়কে একত্র করা অধিক কল্যাণময়। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯/৫৯৫)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের সমাজে এরূপ প্রচলন রয়েছে যে, আমরা জীবনের বিভিন্ন সময়ে একে অপরকে উপহার দিয়ে আমাদের বন্ধুত্ব বা আত্মিয়তার সম্পর্ককে আরো দৃঢ় করি, যখন আমাদের প্রেরিত উপহার যদিও তা অল্প দামেরই হোক না কেন, তা আমাদের আত্মিয় বা বন্ধু পর্যন্ত পৌঁছে যায় তবে তারা এটা দেখে খুশি হয়, অতঃপর তারাও আমাদেরকে প্রতিদান স্বরূপ উপহার প্রেরণ করে ভালবাসা ও ভক্তির প্রমাণ দেয়, কিন্তু যখন আমাদের আত্মিয় বা বন্ধু মৃত্যুবরণ করে তবে উপহারের আদান প্রদানও বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু যদিও আমরা চাই তবে ইছালে সাওয়াবের আদলে এর চেয়েও উত্তম উপহার প্রেরণ করে তাদের আনন্দের উপলক্ষ হতে পারি। জি হ্যাঁ! আমাদের ইছালে সাওয়াব মৃতদের জন্য উপহার হয়ে যায়, যা পেয়ে তারা অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করে।

মৃতদের জন্য জীবিতদের উপহার

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا বর্ণনা করেন, **রাসূলে খোদা, হাবীবে কিবরিয়া, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কবরে মৃতের অবস্থা ডুবন্ত মানুষের ন্যায় হয়, যে পিতা বা মা বা সন্তান বা কোন বন্ধুর দোয়ার জন্য গভীর উৎকন্ঠতায় অপেক্ষমান থাকে এবং যখন কারো দোয়া তার নিকট পৌঁছে তখন তার নিকট তা দুনিয়া ও এতে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম মনে হয়। **আল্লাহ্ তাআলা** কবরবাসীদেরকে তাদের আত্মিয় স্বজনদের পক্ষ থেকে প্রেরিত উপহার স্বরূপ সাওয়াবকে পাহাড়সম পরিমাণ করে দান করেন, মৃতদের জন্য জীবিতদের উপহার হলো "বিনা হিসেবে ক্ষমার দোয়া করা" এবং তাদের পক্ষ থেকে "সদকা করা"।

(আল ফিরদাউসুল আখবার, ২/৩৩৬, হাদীস নং-৬৬৬৪)

www.dawateislami.net

মুফতী আহমদ ইয়ার খার নঈমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এই হাদীসে পাকের বাক্য (মৃতরা কবরে ডুবন্ত ফরিয়াদীর ন্যায় হয়ে থাকে) এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, সাধারণ মুসলমানেরা তো নিজেদের গুনাহের কারণে, বিশেষ নেককার মুসলমানেরা এই অনুশোচনার কারণে যে, আমি আরো বেশী নেকী কেন করলাম না, বিশেষ ভালবাসা পোষণকারীরা নিজের প্রিয়দের ছেড়ে যাওয়ার কারণে এমন হয়। তাজা মৃতরা কবর জগতে এমন হয়, যেমন নতুন কনে শাশুড়বাড়ীতে। কেননা, যদিওবা সেখানে সকল প্রকার আরাম আয়েশ থাকে তারপরও মন বাবার বাড়ীর প্রতিই লেগে থাকে, যখন কোন সংবাদ বা কোন ব্যক্তি বাবার বাড়ী থেকে আসে তখন তার আনন্দের সীমা থাকে না, অতঃপর ধীরে ধীরে মন বসে যায়। প্রকাশ থাকে যে, এখানে মৃত দ্বারা তাজা মৃতই উদ্দেশ্য। কেননা, তারা জীবিতদের উপহারের অপেক্ষায় থাকে, এইজন্যই নতুন মৃতের জন্য দ্রুত নিয়াজ, কুলকানি, দশম দিবস, চেহলাম ইত্যাদী দ্বারা স্মরণ করা হয়। জীবিতদের উচিৎ যে, মৃতদেরকে নিজেদের দোয়ায় স্মরণ রাখা, যেন কাল তাকে অন্য মুসলমানরা স্মরণ করে। (মিরাতুল মানাজিহ, ৩/৩৭৩-৩৭৪)

জীবিতদের ইছালে সাওয়াব মৃতদেরকে উপহারের আকৃতিতে উপস্থাপন করা হয়। আসুন! এপ্রসঙ্গে দু'টি ঈমান তাজাকারী কাহিনী শ্রবন করি।

নূরের উপহার

হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দীনার رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বর্ণনা করেন যে, আমি বৃহস্পতিবার রাতে কবরস্থানে গিয়ে দেখলাম সেখানে একটি নূর চমকাচ্ছিলো, আমি বললাম: لَاۤ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ এমন লাগছে যে, **আল্লাহ্ তাআলা** এই কবরস্থানের অধিবাসীদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। এমনি সময় আমার নিকট দূর থেকে একটি আওয়াজ আসলো: হে মালিক বিন দীনার! এটি মুসলমানের তাদের মৃত ভাইদের জন্য উপহার। আমি বললাম: তোমাকে তার ওয়াসেতা দিচ্ছি, যে তোমাকে বলার শক্তি দিয়েছেন! আমাকে কি বলবে না এর রহস্য কি? সে বললো: আজ রাতে এক মুসলমান উঠে ওযু করলো এবং দু'রাকাত নামায আদায় করলো, যাতে সে সূরা ফাতিহার পর قُلۡ یٰۤاَیُّہَا الۡکٰفِرُوۡنَ এবং قُلۡ ہُوَ اللّٰہُ اَحَدٌ এর তিলাওয়াত করলো অতঃপর দোয়া করলো: হে **আল্লাহ্**! আমি এর সাওয়াব মুসলমান মৃতদের পেশ করলাম। ব্যস! **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদের প্রতি পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত আলো ও নূর এবং খুশি ও আনন্দ প্রবেশ করিয়ে দিলেন।

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দীনার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: অতঃপর আমি প্রতি বৃহস্পতিবার রাতে এরূপ তিলাওয়াত করার অভ্যাস গড়ে নিলাম, এক রাতে **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বপ্নে **তাঁর** দীদার দ্বারা ধন্য করে ইরশাদ করলেন: হে মালিক বিন দীনার! যেরূপ নূরের উপহার তুমি আমার উম্মতদের দিয়েছো, **আল্লাহ্ তাআলা** এর প্রতিদান স্বরূপ তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, তোমাকেও এর সাওয়াব দান করেছেন, **আল্লাহ্ তাআলা** জান্নাতী পরিবেশে তোমার জন্য একটি ঘর বানিয়েছেন, যাতে মুনিফ বলা হয়। আমি আরয করলাম: এই মুনিফ কি? ইরশাদ করলেন: জান্নাতবাসীদের সামনে একটি সুউচ্চ স্থান। (শরহুস সুদূর, ৩০৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রেশমী রুমাল দ্বারা আবৃত উপহার

হযরত সায়্যিদুনা বশ্‌শার বিন গালিব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: আমি হযরত সায়্যিদাতুনা রাবেয়া বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا এর জন্য অনেক দোয়া করতাম, এক রাতে আমি তাঁকে স্বপ্নে দেখলাম, তিনি বলছিলেন: হে বাশশার! তোমার উপহার আমাকে নূরের থালায় রেশমী রুমাল দ্বারা আবৃত করে পৌঁছানো হয়, যখন জীবিত লোকেরা মৃতদের জন্য দোয়া করে, তখন তাদের সাথে এরূপই হয়, তা কবুল করে নূরের থালায় রাখা হয় অতঃপর রেশমী রুমাল দ্বারা আবৃত করে মৃতের নিকট উপস্থাপন করা হয় যার জন্য দোয়া করা হয়েছে এবং বলা হয়: অমুক তোমার জন্য এই উপহার প্রেরণ করেছে। (আত তাযকিরাতু লিল কুরতুবী, বাবু মা ইয়াতবিইল মাইয়াতি ইলা কবরিহি, ৮৬ পৃষ্ঠা)

سُبْحٰنَ الله عَزَّوَجَلَّ **আল্লাহ্ তাআলা** কিরূপ দয়াময় যে, দুনিয়ায় তো নিজের বান্দাদের উপর দয়া ও অনুগ্রহের বর্ষন করে থাকেন কিন্তু যখন কোন মুসলমান মৃত্যুবরণ করে তবে জীবিতদের দোয়া ও ইছালে সাওয়াবের বরকতে মৃতদেরকে প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তির দৌলত দান করেন, এটাও জানতে পারলাম যে, ইছালে সাওয়াবকারীর প্রতি **রাসূলে খোদা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও অনেক আনন্দিত হন এবং সুসংবাদ দ্বারা ধন্য করেন। মনে রাখবেন! কোন মৃত মুসলমানের জন্য ইছালে সাওয়াব করা প্রকাশ্যভাবে তো নগন্য একটি কাজ, তবে এর বরকত অনেক বেশী, কিন্তু আফসোস! আজকাল আমরা দুনিয়াবী কাজে এতোই ব্যস্ত হয়ে গেছি যে, আমাদের নিকট নিজের মরহুমদের জন্য

www.dawateislami.net

ইছালে সাওয়াব করা বা কবরে গিয়ে ফাতিহা খানি করারও সময় নেই, কতই আফসোসের বিষয় যে, আমরা দুনিয়াবী কাজ তো সহজেই করে নিই, কিন্তু যে কাজে স্বয়ং আমাদের এবং আমাদের মরহুমদের অসংখ্য উপকার রয়েছে, এটিই আমরা কঠিন মনে করি অথবা গুরুত্বই দিই না, ধরে নেয়া যাক, কারো নিকট সময় আছে, তবে তার ইছালে সাওয়াব করার উপায় জানা নেই, অতঃপর এই কাজের জন্যও ইমাম সাহেব, মুয়াজ্জিন সাহেব বা ধর্মীয় ব্যক্তি খোঁজা হয়।

আল্লাহ্ তাআলা শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কে নিরাপদ রাখুক যে, যিনি আমাদের মতো মানুষদের নির্দেশনা দিতে বিভিন্ন বিষয়ের উপর কিতাব ও রিসালা রচনা করে দিয়েছেন, যেন আমরা তা পাঠ করার মাধ্যমে নিজের দ্বীনি ও দুনিয়াবী কার্যক্রমকে উত্তম রূপে আদায় করতে পারি।

"ফাতিহা ও ইছালে সাওয়াবের পদ্ধতি" রিসালার পরিচিতি

যদি কেউ ফাতিহা ও ইছালে সাওয়াবের পদ্ধতি না জানে তবে চিন্তিত হওয়ার প্রয়োজন নেই, মাকতাবাতুল মদীনা থেকে শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর **"ফাতিহা ও ইছালে সাওয়াবের পদ্ধতি"** রিসালাটি সংগ্রহ করে পাঠ করে নিন। যাতে অনেক কিছু জানার পাশাপাশি ইছালে সাওয়াবের পদ্ধতিও জানতে পারবেন। এই রিসালাটি নিজেও পড়ুন এবং অপরকেও পড়ার উৎসাহ দিন বিশেষ করে ইছালে সাওয়াবের অনুষ্ঠানগুলোতে (যেমন, কুলকানি, দশম দিবস, চেহলাম, বাৎসরিক ফাতিহা ইত্যাদি) মরহুমের ইছালে সাওয়াবের জন্য এই রিসালাটি বন্টন করুন, এই রিসালাটি দাওয়াতে ইসলামীর ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকেও এই কিতাবটি পড়তে পারবেন, ডাউনলোড (Download) এবং প্রিন্ট আউট (Print Out)ও করতে পারবেন।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب!   صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও উচিৎ, নিজের আখিরাতকে উত্তম বানানোর জন্য গুনাহ থেকে বাঁচতে থাকা, অধিকহারে নেকী অর্জন করা এবং নিজ সন্তানদেরও নেকীর প্রতি উৎসাহিত করা, তাদেরও নেককার নামাযী বানানো। কেননা, সন্তানকে নেককার বানানো, তাদের ইলমে দ্বীনের অলঙ্কারে সাজানো এবং

তাদের শরীয়াত অনুযায়ী মাদানী প্রশিক্ষণ করাতে পিতামাতার যেমন অনেক দ্বীনি ও দুনিয়াবী উপকারীতা ও প্রতিদান অর্জিত হয় তেমনি একটি উপকার এটাও অর্জিত হয় যে, যখন পিতামাতা এই দুনিয়া থেকে বিধায় নেয় তখন এই নেককার সন্তানেরা তাদের উপকারের কথা ভূলে যায় না বরং নিজের শত ব্যস্ততার মাঝেও তাদের ইছালে সাওয়াবের জন্য কোরআনের তিলাওয়াত করা, গরীব ও মিসকিনদের খাওয়ানো, মসজিদ ও মাদরাসা বানানো এবং বিনা হিসেবে ক্ষমার দোয়া করাকে সৌভাগ্য মনে করে, যা কবরে তাদের পিতামাতার প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তির মাধ্যম হয়।

প্রতিদিন এক খতম কোরআনে পাকের ইছালে সাওয়াব

বর্ণিত আছে; একবার কোন এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখলো যে, কবরস্থানের সকল মৃত নিজ নিজ কবর থেকে বাহিরে বের হয়ে দ্রুত জমিন থেকে কোন বস্তু খুঁড়িয়ে নিচ্ছিলো, কিন্তু সেই মৃতদের মধ্যে একজন চুপচাপ বসে ছিলো, সে কিছু কুঁড়াচ্ছিলো না। সে ব্যক্তি এই মৃতকে জিজ্ঞাসা করলো যে, এই লোকেরা কি কুঁড়াচ্ছে? সে উত্তর দিলো: জীবিতরা যা সদকা, দোয়া, কোরআন তিলাওয়াতের সাওয়াব কবরবাসীদের প্রেরণ করেছে, এই লোকেরা তার বরকত খুঁড়াচ্ছে। সে লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করলো: তুমি কুঁড়াচ্ছোনা কেন? সেই মৃত ব্যক্তি উত্তর দিলো: আমি এই কারণেই কুঁড়াচ্ছি না যে, আমার এক সন্তান কোরআনের হাফিয, যে অমুক বাজারে মিঠাই বিক্রি করে, সে প্রতিদিন এক খতম কোরআনে পাক পড়ে আমাকে দান করে (অর্থাৎ ইছালে সাওয়াব করে)। এই ব্যক্তি সকালে উঠে সেই বাজারে গেলো। দেখলো যে, এক যুবক মিঠাই বিক্রি করছিলো এবং তার ঠোট নড়ছিলো, সে যুবককে জিজ্ঞাসা করলো তুমি কি পাঠ করছো? সে উত্তর দিলো যে, আমি প্রতিদিন এক খতম কোরআন পাঠ করে আমার পিতামাতাকে ইছাল করি, সেই তিলাওয়াত করছি। কিছুদিন পর সে আবারো স্বপ্ন সেই কবরস্থানের মৃতদের কিছু কুঁড়াতে দেখলো, এবার সেই ব্যক্তিও কুঁড়াতে ব্যস্ত ছিলো, যার সন্তান তাকে কোরআনে পাক পড়ে ইছাল করতো, তা দেখে সে খুবই আশ্চার্য হলো, এমনি সময় তার চোখ খুলে গেলো। সকালে উঠে সেই বাজারে গেলো এবং অনুসন্ধান করে জানতে পারলো যে, মিঠাই বিক্রেতা সেই যুবকেরও ইন্তিকাল হয়ে গেছে। (রওযুর রায়াহীন, ফসলুস সানী ফি আসবাত..., আল হিকায়াতুস সাবেয়ে ওয়াল হামসুন..., ১৭৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! নেককার সন্তান পিতামাতার জন্য কিরূপ উপকারী হয়ে থাকে যে, যারা রুজি রোজগারে ব্যস্ত থাকার পরও কোরআনে করীমের তিলাওয়াত করে পিতামাতাকে ইছাল করতে ভুলে না। আজকাল অধিকাংশ লোকেরাই নিজ সন্তানদের সম্পর্কে এই অভিযোগ করতে দেখা যায় যে, আমরা আমাদের আরাম বিনষ্ট করে, পানির ন্যায় টাকা খরচ করে তাদের পড়া লেখা শিখিয়েছি, কিন্তু আমাদের সন্তান আমাদের সালাম করা তো দূর সোজা ভাষায় কথাও বলে না, আমাদের জীবিতকালে এই অবস্থা তবে মরণের পর কেই আমাদের জন্য ফাতিহা ও ইছালে সাওয়াব করবে। মনে রাখবেন! সন্তানদের এই অবস্থার জন্য সাধারণত পিতামাতাই দায়ী থাকে, যদি পিতামাতা দুনিয়াবী শিক্ষা দিতে এবং বিভিন্ন নৈপূন্য শেখানোর পাশাপাশি নিজের সন্তানদের হাফিযে কোরআন, আলিমে দ্বীন এবং সুন্নাতের অনুসারী বানাতো তবে তার উত্তম প্রতিদান শুধু দুনিয়াতেই নয় বরং মৃত্যুর পরও প্রত্যক্ষ করবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

ফযরের পর মাদানী হালকা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজের এবং নিজের সন্তানকে নেককার ও সুন্নাতের অনুসারী বানাতে এবং তাদেরকে নিজের জন্য সদকায়ে জারিয়া বানানোর পদ্ধতি জানতে দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং ১২টি মাদানী কাজে আমলীভাবে অংশগ্রহণ করুন। ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি মাদানী কাজ হলো; ফযরের পর **"মাদানী হালকা"**। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এই মাদানী হালকায় ফযরের নামাযের পর তিন আয়াত কোরআনের তিলাওয়াত কানযুল ঈমানের অনুবাদ সহ এবং তাফসীরে খাযাইনুল ইরফান/ তাফসীরে নূরুল ইরফান/ তাফসীরে সীরাতুল জিনান, ফয়যানে সুন্নাতের দরস (৪পৃষ্ঠা) এবং শেষে শাজারায়ে কাদেরীয়া, রযবীয়া, যিয়ায়ীয়া, আত্তারীয়াও পাঠ করা হয়। এরপর শাজারা হতে কিছু ওযীফা পাঠ করে ইশরাক ও চাশতের নফল নামায আদায়েরও ব্যবস্থা হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ শাজারা শরীফ পাঠ করার অনেক বরকত রয়েছে। কেননা, এতে অনেক বুযুর্গানে দ্বীনের স্মরন রয়েছে, যাদের আলোচনা করা দয়া লাভের উপায়। হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান বিন উয়াইনা رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْه বলেন: নেককার লোকদের আলোচনার সময় রহমত অবতীর্ণ হয়। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৭/৩৩৫, নম্বর-১০৭৫০)

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ বুযুর্গানে দ্বীনদের কল্যাণময় আলোচনা সম্বলিত এই শাজারা মুবারকের বরকতে মানুষের সমস্যা দূরীভূত হয়ে যায় এবং অসম্পূর্ণ কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়। আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে একটি মাদানী বাহার শ্রবণ করি এবং আন্দোলিত হই।

পারিবারিক ঝগড়া বন্ধ হয়ে গেলো

বাবুল মদীনা (করাচী) এর এক ইসলামী বোনের শপথকৃত বর্ণনার সারমর্ম হচ্ছে যে, আমাদের ঘরে অনৈক্যের সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো। দিনদিন পরস্পর দূরত্ব সৃষ্টি হতে থাকে, নিত্য ঝগড়া বিবাদ হতে থাকার কারণে পরিবারের শান্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। পরিবারের অন্যান্যদের ন্যায় আমিও এই অবস্থার জন্য খুবই চিন্তিত ছিলাম। পরিবারে শান্তি ফিরে আসার কোন রাস্তা দেখা যাচ্ছিলো না। এর মাঝে পীর ও মুর্শীদ, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কৃপাদৃষ্টির কারণে আমার তাঁর প্রদানকৃত শাজারায়ে আলীয়া পাঠ করার স্মরণ আসলো। ব্যস! আমি শাজারায়ে আলীয়া পারিবারিক অনৈক্য দূর হওয়া নিয়্যতে পাঠ করা শুরু করে দিলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ শাজারায়ে আলীয়া পাঠ করার এমন বরকত নসীব হলো যে, আমাদের পারিবারিক কলহ থেকে মুক্তি নসীব হলো এবং আমাদের পরিবারে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলো যেন কখনো অনৈক্য ছিলোই না।

মুশকিলে হাল কর শাহে মুশকিল কোশা কে ওয়াস্তে
কারবালায়ে রদ শহীদে কারবালা কে ওয়াস্তে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের উচিৎ নিজের মৃত সন্তান সন্তুতিদের জন্য দান সদকা করা, বিনা হিসেবে ক্ষমার দোয়া এবং ফাতিহা খানি ইত্যাদির মাধ্যমে কবরে তাদের প্রশান্তির ব্যবস্থা করতে থাকা। কেননা, মৃত সন্তান সন্তুতি বড়ই উৎকন্ঠার সহিত পিতামাতার ইছালে সাওয়াবের অপেক্ষায় থাকে।

শোকাহত যুবক

হযরত সায়্যিদুনা সালিহ মুররী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: আমি একবার বৃহস্পতিবার রাতে জামে মসজিদের দিকে যাচ্ছিলাম, যেন ফযরের নামায সেখানে আদায় করতে পারি। সুতরাং আমি রাস্তায় একটি কবরস্থানে প্রবেশ করে একটি কবরের পাশে বসে

গেলাম। বসতেই আমার চোখ বুজে এলো, আমি দেখলাম যে, সব মৃতরা নিজ নিজ কবর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলো এবং আসরের আদলে বসে কথা বলতে লাগলো, এদের মধ্যে একজন যুবকও কবর থেকে বের হলো, তার কাপড় ছিলো ময়লাযুক্ত, সে শোকাহত অবস্থায় একদিকে বসে গেলো। কিছুক্ষণের মধ্যে আকাশ থেকে অনেক ফিরিশতা অবতরণ করলো, যাদের হাতে ছিলো পাত্র, যা নুরানী রুমাল দিয়ে ঢাকা ছিলো, তারা সকল মৃতদের একটি করে পাত্র দিয়ে যাচ্ছিলো এবং যে সকল মৃত পাত্র পাচ্ছিলো তারা নিজ নিজ কবরে ফিরে যাচ্ছিলো। এমনকি সেই যুবক খালি হাতেই কবরে ফিরে যাচ্ছিলো, আমি সেই যুবককে জিজ্ঞাসা করলাম যে, তুমি এরূপ শোকাহত হওয়ার কারণ কি এবং এসব কিছু আমি যা দেখলাম তার রহস্য কি? সে উত্তর দিলো: এসব জীবিতের সদকা ও দোয়া, তারা নিজ নিজ মরহুমদের জন্য প্রেরণ করেছে, যা প্রতি বৃহস্পতিবার রাত ও শুক্রবার দিনে তাদের নিকট পৌঁছানো হয়। আমার মা দুনিয়ায় ফেঁসে গেছে, তিনি আবার বিয়ে করে নিজের ব্যস্ততা বাড়িয়ে নিয়েছেন, এখন তিনি আমাকে আর স্মরণ করেন না। আমি তার মায়ের ঠিকানা জেনে নিলাম এবং পরদিন গিয়ে তাকে পর্দা সহকারে ডেকে পুরো ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি কাঁদতে লাগলেন, সেই মহিলা বললেন: নিশ্চয় সে আমার সন্তান, আমার বুকের ধন ছিলো। অতঃপর তিনি আমাকে এক হাজার দিরহাম দিয়ে বললেন: এটি আমার সন্তানের পক্ষ থেকে সদকা করে দিবেন এবং আমি ভবিষ্যতে তার জন্য সদকা ও দোয়া করতে থাকবো। আমি ওসীয়ত অনুযায়ী সেই টাকা যুবকের পক্ষ থেকে সদকা করে দিলাম। পরের শুক্রবারেই আমি সবাইকে সেভাবেই দেখলাম, এবার সেই যুবকও সাদা পোষাক পরিহিত অনেক আনন্দিত ছিলো, সে দ্রুত আমার নিকট এলো এবং বলতে লাগলো: হে সালিহ! **আল্লাহ্ তাআলা** আপনাকে এর উত্তম প্রতিদান দান করুক, আপনার উপহার আমি পেয়েছি। (রওযুর রায়াহীন, ১৭৮ পৃষ্ঠা)

ইছালে সাওয়াবের বরকতে আযাব দূর হয়ে গেলো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! যে যুবকের মা নিজের মৃত সন্তানকে ভূলে দুনিয়াদারীতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলো, যখন তাকে তার বুকের ধনের কবরের অবস্থা জানা হলো তখন তিনি তার বুকের ধনের জন্য দান ও সদকা করলেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে দুশ্চিন্তাগ্রস্থ মৃত যুবক খুশি হয়ে গেলো। সুতরাং

www.dawateislami.net

আমাদেরও উচিৎ, যেকোন ব্যস্ততা হোক না কেন আপন মরহুমদের জন্য ইছালে সাওয়াব করা কখনো ভূলে না যাওয়া বরং নিজ সন্তান এবং পরিবারকেও এর ভরপূর উৎসাহ দেয়া। কেননা, শয়তান কখনো এটা চাইবে না যে, কোন মৃত আপন জীবিত মুসলমান ভাইয়ের দোয়া, দান সদকা এবং নেককাজের বরকতে কবরের আযাব থেকে মুক্তি পেয়ে যাক।

ইছালে সাওয়াব সম্পর্কে শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه **"কবর ওয়ালোঁ কি ২৫ হিকায়াত"** রিসালার ১১ পৃষ্ঠা থেকে একটি সুন্দর কাহিনী শ্রবণ করুন:

হযরত আল্লামা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন: হযরত শায়খ আকবর মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এক জায়গায় দাওয়াতে তাশরীফ নিয়ে গেলেন, তিনি দেখলেন যে, এক যুবক খাবার খাচ্ছে, যার বিষয়ে প্রসিদ্ধি রয়েছে যে, সে কাশফের অধিকারী, বেহেশত ও দোযখ সম্পর্কেও তার কাশফ হয়ে থাকে, খাবার খেতে খেতে হঠাৎ কাঁদতে লাগলো। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বললো যে, আমার মা জাহান্নামে জ্বলছে। হযরত শায়খ আকবর মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নিকট কলেমা তেয়্যবা সত্তর হাজারবার পড়া ছিলো, তিনি তার মাকে মনে মনে ইছালে সাওয়াব করে দিলেন। সাথে সাথেই সেই যুবক হাসতে লাগলো এবং বললো আমার মাকে জান্নাতে দেখতে পাচ্ছি। (মিরকাতুল মাফাতিহ, ৩/২২২, ১১৪২ নং হাদীসের পাদটিকা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন যে, এক যুবক কাশফের মাধ্যমে নিজে মাকে দোযখে দেখলে হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আরবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কলেমা তেয়্যবা ইছালে সাওয়াব করার বরকতে তার মাকে আযাব থেকে মুক্তি দেয়া হলো। যে হাদীসে পাকে সত্তর হাজারবার কলেমা তেয়্যবা পাঠ করার ফযিলত রয়েছে তা হলো: নিশ্চয় যে ব্যক্তি সত্তর হাজারবার বললো: لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ, **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে ক্ষমা করে দিবেন এবং যার জন্য এটা বলা হবে, তাকেও ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(মিরকাতুল মানাজিহ, ৩/২২২, ১১৪২ নং হাদীসের পাদটিকা)

www.dawateislami.net

আমাদেরও উচিৎ যে, জীবনে কমপক্ষে একবার সত্তর হাজারবার কলেমা তেয়্যবা পাঠ করে নেয়া এবং যে সকল আত্মিয় স্বজন মৃত্যুবরণ করেছে তাদের ইছালে সাওয়াব করে দেয়া। এই সংখ্যা একদিনে বা একই বৈঠকে পাঠ করা আবশ্যক নয় বরং অল্প অল্প করে পাঠ করা যাবে, প্রতিদিন কমপক্ষে ১০০বার তো সহজেই পাঠ করা যেতে পারে।

রিসালা বন্টন মজলিশ এর পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজ মরহুমদের ইছালে সাওয়াবের জন্য মাকতাবাতুল মদীনা থেকে কিতাব ও রিসালা এবং VCD কিনে বন্টন করতে পারেন বা দাওয়াতে ইসলামীর মজলিশ **"রিসালা বন্টন"** এর সাথে যোগাযোগ করে নিজ মরহুমদের ইছালে সাওয়াবের জন্য বিয়ে-শাদী, ওরশ, কুলকানি, চেহলাম ইত্যাদিতে স্টল বসিয়ে মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব ও রিসালা ফ্রি বন্টন করাতে পারেন। **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদেরকে নিজ নিজ মরহুমদের অধিকহারে ইছালে সাওয়াব করার তৌফিক দান করুক। اٰمِين بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

ভেজো এ্যয় ভাইয়োঁ মুঝে তোহফা সাওয়াব কা
দেখোঁ না কাশ কবর মে, মে মুহ আযাব কা

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকের বয়ানে আমরা ইছালে সাওয়াবের বরকত সম্পর্কে শুনলাম যে,

- নিজের সকল নেক আমলের সাওয়াব আপন মরহুমদের পৌঁছানো নিঃসন্দেহে জায়িয।
- ইছালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে ভোজের আয়োজন করা সাহাবাদের সুন্নাত।
- ইছালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে পানির ব্যবস্থা করা উত্তম সদকা।
- ইছালে সাওয়াবকে নূরের পাত্রে রেশমী রুমাল দ্বারা আবৃত করে মরহুমদের নিকট পেশ করা হয়।
- ইছালে সাওয়াব কবরের আযাব থেকে মুক্তি উপায়।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় “সুন্নাত ও আদব” বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।” (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)

উন সব মুবাল্লিগোঁ কে খোয়াবোঁ মে আব করম হো,
আক্বা জু সুন্নাতোঁ কি খিদমত বাজা রাহাহে। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২৯৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

কবরস্থানে হাজিরীর মাদানী ফুল

আসুন! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর রিসালা “**১৬৩ মাদানী ফুল**” এর ৩৮ পৃষ্ঠা থেকে কবরস্থানে উপস্থিত হওয়ার মাদানী ফুল শ্রবণ করি।

✱ **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করার জন্য নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা কবর যিয়ারত করো কেননা সেটা দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তির কারণ, আর আখেরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়।” (ইবনে মাযাহ্, ২য় খন্ড, ২৫২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৫৭১) ✱ (অলী-**আল্লাহ্**র মাজার শরীফ) বা কোন মুসলমানের কবর যিয়ারতের জন্য যেতে চাইলে মুস্তাহাব হচ্ছে, প্রথমে নিজের ঘরে (মাকরুহ ওয়াক্ত না হলে) দুই রাকাত নফল নামায পড়া, প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পরে একবার আয়াতুল কুরসী ও তিনবার সূরা ইখলাস পড়ে এ নামাযের সাওয়াব সাহিবে কবরকে পৌছিয়ে দেয়া। **আল্লাহ্ তাআলা** সেই মৃত ব্যক্তির কবরে নূর সৃষ্টি করবে এবং এ (সাওয়াব প্রেরণকারী) ব্যক্তিকে অনেক বেশী সাওয়াব প্রদান করবেন। (ফতোওয়ায়ে আলমগীরি, ৫ম খন্ড, ৩৫০ পৃষ্ঠা) ✱ মাজার শরীফ বা কবর যিয়ারতের জন্য যাওয়ার সময় রাস্তায় অনর্থক কথায় মশগুল না হওয়া। (প্রাগুক্ত) ✱ কবরস্থানের মধ্যে ঐ সাধারণ রাস্তা দিয়ে যাবেন, যেখানে পূর্বে কখনও মুসলমানদের কবর ছিল না, যে রাস্তা নতুন তৈরী করেছে সেটার উপর দিয়ে যাবেন না। **“রদ্দুল মুহতার”** বর্ণিত

www.dawateislami.net

রয়েছে: (কবরস্থানের মধ্যে কবর বিলীন করে) যে নতুন রাস্তা তৈরী করা হয়েছে সেটার উপর চলাচল করা হারাম। (রদ্দুল মুহতার, ১ম খন্ড, ৬১২ পৃষ্ঠা) বরং নতুন রাস্তায় কেবল ধারনার মাধ্যমে সেটার উপর চলাচল করা নাজায়িয ও গুনাহ। (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ১৮৩ পৃষ্ঠা) ✱ কিছু অলীর মাজারে দেখা গিয়েছে যে, যিয়ারতকারীর সুবিধার জন্য মুসলমানদের কবরকে ভেঙ্গে বিলীন করে সমতল করে দেওয়া হয়, এই রকম জায়গায় ঘুমানো, হাটা-চলা, দাঁড়ানো, তিলাওয়াতও যিকির করার জন্য বসা হারাম, দূর থেকেই ফাতিহা পড়ে নিন। ✱ কবর যিয়ারত মৃত ব্যক্তির চেহারার সামনে দাঁড়িয়ে করা, আর কবরবাসীর পায়ের দিক থেকে যাবেন যেন তাঁর দৃষ্টির সামনে থাকেন, শিয়রের দিক থেকে আসবেন না, কারণ তাঁকে মাথা তুলে দেখতে হবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯ম খন্ড, ৫৩২ পৃষ্ঠা) ✱ কবরস্থানে এভাবে দাঁড়ান যেন কিবলার দিকে পিঠ এবং কবরবাসীর চেহারার দিকে মুখমন্ডল হয়, এরপর বলুন: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ اَنْتُمْ لَنَا سَلَفٌ وَّ نَحْنُ بِالْاَثَرْ অর্থাৎ হে কবরবাসী! তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদের ও তোমাদের ক্ষমা করুক, তোমরা আমাদের পূর্বে চলে এসেছ, আর আমরা তোমাদের পরে আগমনকারী। (ফতোওয়ায়ে আলমগীরি, ৫ম খন্ড, ৩৫০ পৃষ্ঠা) ✱ কবরের উপর আগর বাতি জ্বালানো যাবে না। কেননা এটা বে-আদবী ও মন্দ কাজ (এবং এতে মৃত ব্যক্তির কষ্ট হয়) হ্যাঁ! যদি (উপস্থিতদেরকে) সুগন্ধ (পৌছানোর) জন্য (জ্বালাতে চাই তবে) কবরের পাশে খালি জায়গা থাকলে সেখানে জ্বালাবে। কেননা, সুগন্ধি পৌছানো উত্তম কাজ। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া থেকে সংক্ষেপিত, ৯ম খন্ড, ৪৮২, ৫২৫ পৃষ্ঠা) ✱ কবরের উপর প্রদিপ বা মোমবাতি প্রভৃতি রাখবেন না। কারণ এটা আগুন, আর কবরের উপর আগুন রাখলে মৃত ব্যক্তির কষ্ট হয়, হ্যাঁ রাতে পথচারীর জন্য বাতি জ্বালানো উদ্দেশ্য হয়, তবে কবরের এক পার্শ্বে খালি জায়গায় মোমবাতি বা প্রদিপ রাখতে পারেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি রিসালা, ২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত “**১০১ মাদানী ফুল**” এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত “**১৬৩ মাদানী ফুল**” হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

www.dawateislami.net

ইলম হাসিল করো, জাহিল যায়িল করো পাও গে রাহাতে, কাফেলে মে চলো
সুন্নাতে সিখনে, তিন দিন কে লিয়ে হার মাহিনে চলেঁ, কাফেলে মে চলো

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ

الْعَالِى الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল ক্বওলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَافِيْ عِلْمِ اللهِ

صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيه কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল ক্বওলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২, ৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَّا هُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ্** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ্ তাআলা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

www.dawateislami.net